

## র‍্যাব হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে, বাহবা দিচ্ছে সরকার

বলেছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ।।

সংবাদ ডেস্ক।।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন ‘হিউম্যান রাইটস ওয়াচ’ তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে বলেছে, ২০০৫ সালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ২০০৬ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৬৩ জেলায় একযোগে বোমা হামলার ঘটনা ঘটে। প্রতিটি শানেই সরকারি শাপনাকে লক্ষ্যবস্তু করে ওই বোমা হামলা চালানো হয়। এছাড়া এমনিতেই বাংলাদেশের ভঙ্গুর মানবাধিকার পরিস্থিতি এ বছর আরও দুর্বল হয়েছে। নিরাপত্তারক্ষীদের নির্যাতন যেমন অব্যাহত রয়েছে তেমনি চলেছে সরকারের বিভিন্ন বাহিনীর বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড। সরকার কর্তৃক বিভিন্ন বাহিনীর যথেষ্ট ব্যবহার এবং নিরাপত্তা হেফাজতে নির্যাতনের ঘটনা আরও বেড়েছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ওয়েবসাইট।

দেশের বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন এবং সাংবাদিকরা এসব নির্যাতনের প্রতিবাদ করলে কিংবা সংবাদ পরিবেশন করলে তাদেরকেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। ২০০৩ সাল থেকে চলে আসা ‘দণ্ড থেকে অব্যাহতি’ দেয়া এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিচার না পাওয়ার আইনি ব্যবস্থা এ বছরও অব্যাহত ছিল। এছাড়া সরকার প্রতিনিয়ত র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) প্রশংসা করায় তাদের নির্যাতনের মাত্রা বেড়েছে এবং নির্যাতনকারী র‍্যাব সদস্যরা থেকে গেছে কোন ধরনের শাস্তির বাইরে।

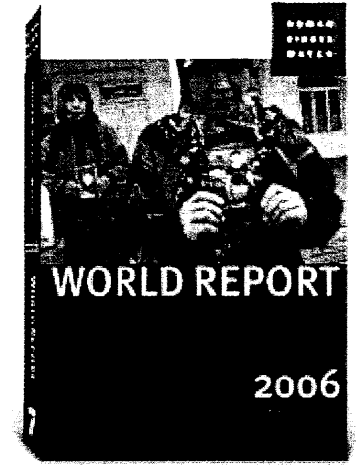
ইসলামিক মৌলবাদী সংগঠনগুলোর হাত থেকে সরকার দেশের হিন্দু এবং আহমদিয়া সংখ্যালঘুদের রক্ষা করতে খুব কমই সফল হয়েছে। এ বছর বাংলাদেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষ অব্যাহত ছিল এবং বর্তমানেও তা চলছে। বিভিন্ন শানে ওই দুটি দলের কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে সংঘর্ষ ছাড়াও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের সংস্কারের পথে দুর্নীতি এখনও প্রধান অন্তরায় হয়ে রয়ে গেছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের বিশ্লেষণে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশ পঞ্চমবারের মতো শীর্ষ দেশ হিসেবে শান পেয়েছে।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং নিরাপত্তা হেফাজতে নির্যাতন : দেশের মানুষের সন্ত্রাসবিরোধী মনোভাবকে পুঁজি করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২০০১ সালে ক্ষমতায় আসে। ২০০৩ সালে সন্ত্রাস দমনের জন্য সরকারের বিভিন্ন বাহিনীর সমন্বয়ে এলিট ফোর্স ‘র‍্যাব’ গঠন করা হয়। গঠনের পর থেকেই র‍্যাবের বিরুদ্ধে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং তাদের হেফাজতে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। ২০০৫ সালের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সরকারের বিভিন্ন বাহিনীর হাতে অন্তত তিনশ’ ব্যক্তি নিহত হয়েছে। এদের বেশির ভাগই তথাকথিত ‘এনকাউন্টার’-এ নিহত হয়।

বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন এবং সাংবাদিকরা জানিয়েছেন, অনেকেই ওই সব হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তদন্তের দাবি করলেও সরকার তা করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছে। বরং সরকার র‍্যাবের পক্ষ নিয়ে প্রায়ই বলে থাকে যে, র‍্যাব গঠনের পর থেকে দেশের অপরাধ প্রায় অর্ধেক হ্রাস পেয়েছে। ২০০৫ সালের এপ্রিলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যখন র‍্যাবের বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়েছিল সে সময় প্রতিক্রিয়া হিসেবে সরকার বলেছিল, বিশ্বে সব জায়গায়ই ‘এনকাউন্টার’ প্রচলিত রয়েছে।

এছাড়া র‍্যাব ও অন্য বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে হেফাজতে এবং জিজ্ঞাসাবাদের সময় নির্যাতন চালানোর অভিযোগ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গত বছরের ১৫ জুলাই উত্তরার জসীম উদদীন রোডে র‍্যাবের সাদা পোশাকের এক সদস্য প্রাইভেট কারের একজন বয়স্ক চালককে মারধর করলে এক যুবক তার প্রতিবাদ করায় র‍্যাব তাকে আটক করে ব্যাপক নির্যাতন চালায়। ২৭ জুলাই রাজশাহীর বোয়ালিয়া



থানা পুলিশ আজিজুর রহমান সোহেল এবং তার ছোট ভাই আতিকুর রহমান জুয়েলকে ধরে নিয়ে নির্যাতন করে। তাদের পরিবারের অভিযোগ, কোন কারণ ছাড়াই পুলিশ তাদের ধরে নিয়ে পরিবারের কাছে টাকা দাবি করে এবং সে দাবি পূরণ না করায় তাদেরকে ব্যাপক মারধর এবং ইলেকট্রিক শক দেয়া হয়।

সরকারি বাহিনীর এমন দমনপীড়ন এখানে নতুন কিছু নয়। ২০০২ সালের অক্টোবর থেকে ২০০৩ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত চালানো ‘অপারেশন ক্লিনহার্ট’ এ অন্তত ৬০ জন নিহত হয়। এছাড়া প্রায় তিন হাজার লোক নির্যাতনের শিকার হয়। ৮৮ দিনের ওই অভিযানে যারা আহত বা নিহত হয়েছিল তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হলেও সরকার বিশেষ আইনের (ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ) মাধ্যমে সে পথ বন্ধ করে দেয়।

সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন : ২০০৫ সালেও সংখ্যালঘু আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ওপর মুসলিম মৌলবাদীদের হামলা আক্রমণ অব্যাহত ছিল। বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন এবং সাংবাদিক সমাজ এসব হামলার নিন্দা জানালেও সরকার দোষীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক, বিরোধী রাজনীতিকরা হুমকির মুখে : যারাই সরকারের এ সব কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেছে তারাই বিভিন্নভাবে হুমকির মধ্যে পড়েছে। গত বছরের ২৭ জানুয়ারি সিনিয়র আওয়ামী লীগ নেতা, সাংসদ ও সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়াকে হত্যা করা হয়। এ সরকারের আমলে বিরোধী রাজনীতিবিদদের ওপর হামলার ঘটনাও নতুন নয়। ২০০৪ সালে আওয়ামী লীগের একটি সমাবেশে গ্রেনেড হামলা চালানো হলে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা অল্পের জন্য রক্ষা পান। ওই হামলায় একজন শীর্ষ আওয়ামী লীগ নেত্রীসহ অন্তত ২০ জন আওয়ামী লীগ নেতা নিহত হন। গত ৮ আগস্ট ২ জন মানবাধিকার কর্মী রবীন্দ্র ঘোষ এবং অশোক তরু সাহা আহমদিয়াদের ওপর নির্যাতনের বিষয়টি সরজমিন খতিয়ে দেখতে একটি এলাকায় গেলে বিএনপি দলীয় নেতাকর্মীরা তাদের ওপর হামলা চালায়।

সাংবাদিকরা হুমকির মধ্যে : বাংলাদেশে সাংবাদিকদের ঝুঁকি ক্রমেই বাড়ছে। এ নিয়ে পরপর তিনবার রিপোর্টার্স সান ফ্রান্সিস্কো তাদের প্রতিবেদনে বলেছে, এখানে সাংবাদিকদের নির্যাতন চালিয়ে হত্যার ঘটনা বেড়েই চলেছে। সরকারও যেন সাংবাদিকদের রক্ষায় তেমন আগ্রহী নয়। এদিকে মৌলবাদীরা এখন বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্বেগ : আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য রাষ্ট্রগুলোসহ যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশে ক্রমাগত জঙ্কিবাদের উত্থানে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ইইউ পার্লামেন্ট ২০০৫ সালের এপ্রিলে বাংলাদেশের ব্যাপারে একটি প্রস্তাব পেশ করে। তাতে বলা হয়, র‍্যাভ দেশে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে। এ বছরেরই অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রের ১৬ জন আইন প্রণেতা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সহিংসতার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে জাতিসংঘের একটি প্রতিনিধিদল পাঠানোর জন্য বিশ্ব সংস্থাটির কাছে চিঠি লিখেন।